‘এবং মহুয়া’ -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ ( U.G.C.- CARE List-I 2021 )
অনুমোদিততালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২১ সালে প্রকাশিত
১৬পৃ. তালিকার (৩১৯ টির মধ্যে ) ৩পৃ. ৬০ নং উল্লেখিত।

# এবং মহুয়া

( বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা )

২৩ তম বর্ষ, ১৩৬ (ক) সংখ্যা, জুলাই, ২০২১

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২১সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

# এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৩৬ (ক) সংখ্যা
জুলাই,২০২১

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

৩৮.পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর কঠিন বর্জ্য
ব্যবস্থাপনার প্রভাব: একটি পর্যালোচনা :: রাজেশ দে............৩৩০
৩৯.বর্ধমান জেলার কৃষিতে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের
প্রভাব: স্বাধীনতার প্রথম তিন দশকের একটি পর্যালোচনা।
:: উজ্জ্বল রায় ..................................................৩৩৬
৪০.ডিজিটাল রূপান্তরের অন্ধকার দিক এড়িয়ে উচ্চ শিক্ষায়
ই-লার্নিংয়ের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রেফারেন্স ফ্রেমওয়ার্ক
:: মধুসূদন গঁড়াই...............................................৩৪৭
৪১.ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জাতীয়ভাবের পর্যালোচনা
:: ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য্য.......................................৩৫৯
৪২.কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কিছু প্রাথমিক ধারণা: পারমানবিক
জগতে পদার্পণ :: ড.সৌগত মুখোপাধ্যায়.... ......................৩৬৬
৪৩.লাইব্রেরী পরিষেবায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) প্রয়োগ
:: মহ. রফিকুল আলম.........................................৩৭৩
৪৪.প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যে অরণ্য ও উদ্ভিদ
সম্পর্কিত ভাবনা :: ড.অবিনাশ সেনগুপ্ত...........................৩৮০
৪৫.ধ্বনিবাদী ও ধ্বনিবিরোধীবাদীগণের তুলনাত্মক আলোচনা
:: মধুমিতা পাল..................................................৩৮৭
৪৬.জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০:শিক্ষক শিক্ষণের পথনির্দেশিকা এবং স্বতন্ত্র
বি.এড.প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নীতির প্রভাব :: সুশান্ত বরাট...............৩৯৪
৪৭.রুপা-পিভিপি(Ag-PVP)ন্যানোকম্পোজিটের প্লাজমন রেজোন্যান্সের
বর্ণালী পরিবর্তনের জন্য পিভিপি-এর ভূমিকা ::দিলিপ সাও........৪০৪
৪৮.প্রান্তজনের সুরে উপস্থাপিত পরিবেশ : পরিবেশ
ইতিহাসের আঙ্গিকে অনুসন্ধান :: সোহিনী সিন্‌হা.................৪১১
৪৯.ভারতে আলু চাষের উৎপত্তিগত ইতিহাস:; তুহিনা দে...........৪২১
৫০.বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন পূর্ব জাতীয়তাবাদী রাজনীতির
আদর্শ রূপান্তর:স্থানিক ক্ষেত্র বুড়ুল :: ড.সঞ্জয় ঢালি.............৪২৮
৫১.আধুনিক পুঁজিবাদের বিপরীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা
:; ড. অংশুমান শেঠ...............................................৪৩৩
৫২.পুননবীকরণ শক্তির ব্যবহারে সমগ্র বিশ্বের নিরিখে ভারতের
অবস্থান:পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ:;বিকাশ মণ্ডল......................৪৪৩
৫৩.রক্তকরবী ও রবীন্দ্রনাথ: নাট্যকার যখন মঞ্চনির্দেশক
:: ড.সেখ মোফাজ্জাল হোসেন......................................৪৪৮
৫৪.অনুবাদের রূপ-রূপান্তর: বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস
:: ড.রবিন ঘোষ...................................................৪৫৩
৫৫.কোচবিহার জেলার পরিবহন জালিকার বিবর্তন: একটি
ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ :: দুলন সরকার..............................৪৬৪

# প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যে অরণ্য ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত ভাবনা

ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত

প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও ধ্রূপদী সাহিত্যকর্মগুলির প্রায় সবগুলিতেই অরণ্য ও গাছপালার উল্লেখ রয়েছে। অরণ্য ও গাছপালার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ঋষি ও শাসকদের দূরদর্শিতার প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে যে একদা ভারতবর্ষ ঘন অরণ্য দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। অরণ্যের পরিবর্তিত গঠন ও তার আয়তনের পরিবর্তনের সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতি ও পরিবর্তনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। বছরের পর বছর ধরে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং অরণ্যের উপর মানুষের নির্ভরতা এর জন্য প্রধানত দায়ী।

সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই অরণ্য ও তার সঙ্গে সম্পাদিত কার্যকলাপের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। অরণ্যকে মানুষ সম্মান করত এবং বৃক্ষ ও গাছপালাকে কেন্দ্র করে একটা বড় সংখ্যার ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে যে, বস্তুগত লাভ এবং ধর্মীয় আশীর্ব্বাদ পাওয়ার জন্য মানুষের উচিত গাছকে রক্ষা করা। সেই প্রাচীন যুগে গৌতম বুদ্ধ প্রচার করেছিলেন মানুষকে গাছ লাগাতে হবে প্রকৃতি ও পৃথিবীকে রক্ষার প্রয়োজনে। গাছপালা ও অরণ্য নিয়ে প্রাচীন ভারতে গভীর চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের অরণ্য বিভাজনের ধারণা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। অতীত ভারতের মানুষরা আটটি বন বিভাগের কথা ভেবেছিলেন। এই আটটি বনবিভাগগুলি ছিল গজবন এবং এগুলি ছিল ঘন অরণ্য। আটটি বিভাগ হল- ১. প্রাচ্যবন ২. কারুশবন ৩. দশার্ণকবন ৪. বামনবন ৫. কালেশবন ৬. অপরান্তকবন ৭. সৌরাষ্ট্রবন ৮. পঞ্চনদবন। (১)

বৈদিক ঐতিহ্যগুলি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি গ্রাম তখনই সম্পুর্ণ হবে যখন বনের গাছপালা বা বনের কিছু বিভাগ যেমন মহাবন, শ্রীবন এবং তপোবন গুলো গ্রামে এবং এর আশে পাশে সংরক্ষিত থাকবে। (২) এর মধ্যে মহাবন বা 'মহান প্রাকৃতিক বন' সম্ভবত আজকের 'সংরক্ষিত এলাকা'-এর সমতুল্য।

# প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যে অরণ্য ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত ভাবনা

ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত

প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও ধ্রুপদী সাহিত্যকর্মগুলির প্রায় সবগুলিতেই অরণ্য ও গাছপালার উল্লেখ রয়েছে। অরণ্য ও গাছপালার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ঋষি ও শাসকদের দূরদর্শিতার প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে যে একদা ভারতবর্ষ ঘন অরণ্য দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। অরণ্যের পরিবর্তিত গঠন ও তার আয়তনের পরিবর্তনের সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতি ও পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। বছরের পর বছর ধরে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং অরণ্যের উপর মানুষের নির্ভরতা এর জন্য প্রধানত দায়ী।

সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেই অরণ্য ও তার সঙ্গে সম্পাদিত কার্যকলাপের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। অরণ্যকে মানুষ সম্মান করত এবং বৃক্ষ ও গাছপালাকে কেন্দ্র করে একটা বড় সংখ্যার ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে যে, বস্তুগত লাভ এবং ধর্মীয় আশীর্ব্বাদ পাওয়ার জন্য মানুষের উচিত গাছকে রক্ষা করা। সেই প্রাচীন যুগে গৌতম বুদ্ধ প্রচার করেছিলেন মানুষকে গাছ লাগাতে হবে প্রকৃতি ও পৃথিবীকে রক্ষার প্রয়োজনে। গাছপালা ও অরণ্য নিয়ে প্রাচীন ভারতে গভীর চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের অরণ্য বিভাজনের ধারণা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। অতীত ভারতের মানুষরা আটটি বন বিভাগের কথা ভেবেছিলেন। এই আটটি বনবিভাগগুলি ছিল গজবন এবং এগুলি ছিল ঘন অরণ্য। আটটি বিভাগ হল- ১. প্রাচ্যবন ২. কারুশবন ৩. দশর্ণকবন ৪. বামনবন ৫. কালেশবন ৬. অপরান্তকবন ৭. সৌরাষ্ট্রবন ৮. পঞ্চনদবন। (১)

বৈদিক ঐতিহ্যগুলি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি গ্রাম তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন বনের গাছপালা বা বনের কিছু বিভাগ যেমন মহাবন, শ্রীবন এবং তপোবন গুলো গ্রামে এবং এর আশে পাশে সংরক্ষিত থাকবে। (২) এর মধ্যে মহাবন বা 'মহান প্রাকৃতিক বন' সম্ভবত আজকের 'সংরক্ষিত এলাকা'-এর সমতুল্য।

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ ( U.G.C.- CARE List-I 2021 )
অনুমোদিততালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২১ সালে প্রকাশিত
১৬পৃ. তালিকার (৩১৯ টির মধ্যে ) ৩পৃ. ৬০ নং উল্লেখিত।

# এবং মহুয়া

( বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা )

২৩ তম বর্ষ, ১৪১ (ক) সংখ্যা, নভেম্বর, ২০২১

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২১সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

# এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৪১(ক) সংখ্যা
নভেম্বর,২০২১

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

৩৭ .গীতিকাব্যরূপে ঋতুচক্রচঙ্ক্রমণ :: অনুপ রুইদাস........................৩২৬
৩৮ .নেপালের বিভিন্ন জাতি-জনজাতির বর্গীকরণ এবং
রাজবংশী জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় :: রামকিশোর বর্মণ..........................৩৩৩
৩৯ .বিবেকানন্দের কবিতায় অদ্বৈতবাদ :: শঙ্কর মণ্ডল...............................৩৫২
৪০ .বিষয় ও নির্মাণে আটের দশকের কবিতা :: রিয়া ঢোল...................৩৬২
৪১ .উপজাতির জীবন ও সমাজ-সংস্কৃতি : 'তখাপাড়ার ইতিকথা'
উপন্যাসের আলোকে :: চাঁদমালা খাতুন..................................৩৭৬
৪২ .ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় চরমপন্থী
আন্দোলন: একটি পর্যালোচনা :: চন্দনা সাহা..................................৩৮৪
৪৩ .রাণীর চোখে নন্দদা :: বীণাপাণি ঘোষ মহাপাত্র.........................৩৮৯
৪৪ .সাঁওতালি লোকগীতেরগুণওমহত্ত্বের সংক্ষিপ্তপরিচয়
::ড.কিশুন মুরমু.......................................................৩৯৫
৪৫ .ছোটকাগজেশিশু-কিশোরদের জন্য কবিতা::ড.মনোজ ভোজ.......৪০০
৪৬ .আদিম সাঁওতাল জাতির সংক্ষিপ্তপরিচয় :: রাজীব মুর্মু..........৪০৬
৪৭ .অমিয়ভুষণ মজুমদারের উপন্যাসে রাভা সমাজ ও সংস্কৃতি
:: ড. রমাতোষ সরকার...................................................৪১২
৪৮ .সময়লব্ধ সত্য:প্রসঙ্গ'আরম্ভের রাত':: সুভাষ চন্দ্র দাস ...........৪২১
৪৯ .অভিজিৎ সেনের 'নাগমঙ্গল' : এক আশ্চর্য ভাসান
যাত্রার উপাখ্যান :: পৌলমী দাস..........................................৪২৮
৫০ .সাঁওতালি ভাষা-সাহিত্য ও শিক্ষা :: নুদুনাথ মুরমু...................৪৩৪
৫১ .সাঁওতালি বিবাহগানের বিশ্লেষণমূলকআলোচনা::কিশুন সরেন......৪৪০
৫২ .মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য:প্রসঙ্গ পাখি::ড.সোমেন কুমার রায়.....৪৪৪
৫৩ .জগদ্দল মহাবিহার : প্রাচীন ভারতের শিক্ষাজগতের একটি
উজ্জ্বল অধ্যায় :: ড. সনৎ কুমার অধিকারী.................................৪৫০
৫৪ .বঙ্গদেশে চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তি-আন্দোলন : ব্যর্থতার
কারণ ও ফলশ্রুতি :; ড. রত্নদীপ পুরকায়স্থ.................................৪৫৪
৫৫ .আসামের নাগরিকদের সামাজিক,অর্থনৈতিকএবংরাজনৈতিকঅবস্থা
:একটি লিঙ্গভিত্তিক তুলনাত্মকঅধ্যয়ন::ওয়াজি উদ্দিন চৌধুরী.........৪৬৫
৫৬ .অতুল পরশে ঠুংরির অপরূপ রূপান্তর :: সুলগ্না চক্রবর্তী...........৪৭০
৫৭ .দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' একটি সমকালের দলিল
:: কৌশিক দাস........................................................৪৭৫
৫৮ .প্রাচীন ভারতে প্রকৃতি, বাস্তুতন্ত্র ও ভূগর্ভস্থ জলস্তর সন্ধানে জৈব
নির্দেশকের ভূমিকা সম্পর্কে বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতার অবদান
:: ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত..................................................৪৮৪

# প্রাচীন ভারতে প্রকৃতি, বাস্তুতন্ত্র ও ভূগর্ভস্থ জলস্তর সন্ধানে জৈবনির্দেশকের ভূমিকা সম্পর্কে বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতার অবদান

**ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত**

বরাহ মিহির ভারতীয় জ্ঞানচর্চ্চার জগতে একটি অবিস্মরণীয় নাম। প্রধানত একজন গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী রূপে প্রসিদ্ধ হলেও তার অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির জন্য পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কিত বিষয়েও তিনি নিজস্বতার প্রমাণ রেখে গেছেন। আর্যভট্টের সঙ্গে যার নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয় সেই বরাহ মিহিরের নাম ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। বরাহ মিহিরকে গুপ্তযুগের সমসাময়িক বলে মনে করা হয়, অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সময়ে তিনি আবির্ভুত হয়েছিলেন। তিনি ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে কাপিথকাতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অবন্তীতে (উজ্জয়িনী) মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ আদিত্য দাসের পুত্র যিনি একজন সূর্যের উপাসক ও জ্যোতিষী ছিলেন। তাই সূর্যের নামানুসারে পুত্রের নাম রেখেছিলেন মিহির। বরাহ মিহির তার পিতার নিকট থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র শিখেছিলেন এবং বেদজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। কুসুমাপুরে মহান জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের সাথে সাক্ষাতের পরে তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় আগ্রহী হয়েছিলেন।[১]

তার লেখা প্রধান তিনটি গ্রন্থ হল: পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহৎসংহিতা ও বৃহৎজাতক। তার অন্যতম বিখ্যাত রচনা হল বৃহৎ সংহিতা। এটি শুধু জ্যোতিষশাস্ত্র নয়, স্থাপত্য থেকে কৃষি, আবহবিদ্যা থেকে দেহতত্ত্ব, অর্থনীতি থেকে দন্ত চিকিৎসা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা অসাধারণ গ্রন্থ।[২] বরাহ মিহির এই গ্রন্থে জলবিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও বাস্তুবিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়ে খুব গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা রেখে গেছেন। এটি লক্ষ্য করা যায় যে বর্তমানে ভূউদ্ভিদবিদ্যার আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা যে উদ্যোগগুলি নেওয়া হচ্ছে তা প্রাচীন ভারতীয় ঋষি ও সাধুদের দ্বারা ভূগর্ভস্থ জল অনুসন্ধানের জন্য সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল। এটা দূর্ভাগ্যজনক যে বর্তমান

'এবং মহুয়া' –বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-I 2021) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২১সালে প্রকাশিত ১৬পৃ.তালিকার (৩১৯টির মধ্যে) ৩ পৃ.৬০নং উল্লেখিত।

# এবং মহুয়া

( বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা )

২৩ তম বর্ষ, ১৪২ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০২১

( বিশেষ সাধারণ সংখ্যা )

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

‘এবং মহুয়া’-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ(UGC-CARE list-I 2021)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২১সালে প্রকাশিত ১৬পৃ.তালিকার(৩১৯টির মধ্যে)৩ পৃ.৬০নং উল্লেখিত।

# এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৪২ সংখ্যা
ডিসেম্বর,২০২১
(বিশেষ সংখ্যা)

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

৫৮ .আন্তর্জাতিক ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ: একটি পর্যালোচনা
:: ড . সৌমেন ঘোষ........................................৪৩১
৫৯ .ঐতিহাসিক জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ান :: ড.অবিনাশ সেনগুপ্ত.....৪৩৮
৬০ .সমকালীন বাংলা উপনাস্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশ
বিভাগের চরিত্র প্রকাশ :: ড . সাজেদ বিশ্বাস..............................৪৪৪
৬১ .সাঁওতাল হুল ও সমকালীন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবির নির্মাণ তত্ত্ব
:: ড . নির্মল চন্দ্র মুদি........................................৪৫৪
৬২ .ডুয়ার্সের (উত্তরবঙ্গ) জনজাতি বাসিন্দাদের মধ্যে অর্থনৈতিক
অবস্থার একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন :: ড . ভূষণ অধিকারী..............৪৬৩
৬৩ .ত্রিপুরায় বাংলা ছোটগল্প : দেশভাগের স্বরূপ ও
বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট :: ড. প্রশান্ত দাস................৪৬৮
৬৪ .'ছাতিম' (চেথুউাং) উপন্যাস : উপজাতি গ্রামীণ সমাজের
এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি :: ড . জয় কুমার দাস..........................৪৭৫
৬৫ .তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণে জনপদ বর্ধমান :: ড . সন্দীপ তা..............৪৮৫
৬৬ .চিকাগো বক্তৃতায় বৈদান্তিক প্রভাব : একটি সমীক্ষা
::: ড . প্রতিম ভট্টাচার্য........................................৪৯০
৬৭ .প্রগাঢ় প্রেমে উনিশ-বিশ প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একরাত্রি ও
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মহাশ্বেতা :: ড . মামণি মাহাত....................৪৯৫
৬৮ .মানব কল্যাণে যোগের ভুমিকা :: ড . নির্মলেন্দু মণ্ডল................৫০৩
৬৯ .ইচ্ছাতন্ত্রবাদী রবীন্দ্রনাথ : একটি উদারনৈতিক চর্চা
:: ড . সেখ গোলাম মাসুম........................................৫০৯
৭০ .আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনি: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা
:: ড . মহ. সইফুল ইসলাম........................................৫১৭
৭১ .বৌদ্ধ মতে আত্মা (পঞ্চস্কন্ধ) :: ড.নিতাই চন্দ্র দাস..............৫২৩
৭২ .অল্টমেট্রিক্স : গবেষণা-প্রভাব নির্ণয়কারী বিজ্ঞানমিতি
সংক্রান্ত একটি নতুন সূচক
:: দ্যুতি সামন্ত........................................৫৩২
৭৩ .রবীন্দ্র কবিতায় প্রান্তজন :: সুব্রত মণ্ডল................................৫৩৬

০০লেখক পরিচিতি........................................৫৪৮
০০০UGC--CARE list........................................৫৫২

# ঐতিহাসিক

# জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ান

ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত

জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ান ছিলেন একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ, যার ইতিহাস চিন্তাও আদর্শ,তার সমকালে তো বটেই এখনো ইতিহাসচর্চায় প্রেরণার সঞ্চার করে চলেছে। তার বেশিরভাগ লেখাতেই ব্রিটিশ রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ হুইগ দলের প্রতি তার সমর্থন লক্ষ করা যায় যারা বিশ্বাস করতেন ইতিহাসে সাধারণ মানুষের প্রভাব রাজতন্ত্রের তুলনায় অধিক এবং গণতান্ত্রিক সরকারই স্থায়ী ও ধারাবাহিক সামাজিক অগ্রগতি আনয়নে সক্ষম।[১] উদারনৈতিক ভাবধারায় প্রশিক্ষিত ট্রেভেলিয়ান তার লেখায় সর্বদাই তার দেশ ইংল্যান্ডের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করেছিলেন।

ইতিহাস সম্পর্কে ট্রেভেলিয়ানের ধারণা বুঝতে হলে তার রচনাগুলিকে মনযোগ সহকারে পাঠ করতে হবে। বলা হয় ইতিহাসকে ট্রেভেলিয়ান শিল্পের মর্যাদা দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে, ইতিহাস চর্চার মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষের মনকে শিক্ষিত ও সম্প্রসারিত করে তোলা। ট্রেভেলিয়ান দু ধরণের ইতিহাসের কথা বলেছেন— এক, যা ক্ষুদ্র সময় সীমায় আবদ্ধ, পন্ডিতরা যা নিয়ে তর্ক করেন। এবং দুই, মহাকালের বিস্তার যার সাহায্যে এটা বোঝা যায়, যে অতীতকে আমরা ফেলে এসেছি তা ছিল এককালে বর্তমানের মতোই বাস্তব, ভবিষ্যতের মতো অনিশ্চয়তায় ভরা। তিনি মনে করেন যে, ঐতিহাসিককে শুধু তথ্যানুসন্ধানী হলেই চলবে না তাকে এমন কল্পনার অধিকারী হতে হবে যাতে সময়ের স্পন্দন তার রচনায় সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে। এবং একমাত্র ইতিহাস যদি সাহিত্য হয়ে ওঠে তবেই পাঠকের মনে সে উপলব্ধি সঞ্চারিত হতে পারে।[২]

১৮৯৩-এ ট্রেভেলিয়ান ছিলেন কেমব্রিজে নবাগত এবং সেখানে ঐতিহাসিক সিলি তাকে বলেছিলেন যে ইতিহাস হলো বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের সাথে এর কোনো যোগাযোগ নেই। ট্রেভেলিয়ান বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার সাথে যুক্ত ছিলেন না এবং সেজন্যই মাত্র ১০ বছর পরেই তিনি কেমব্রিজ ত্যাগ করেন কারণ তার মনে হয়েছিল, তিনি যে ধরণের ইতিহাস চর্চা করতে ও লিখতে আগ্রহী তার জন্য কেমব্রিজের পরিবেশ বেশ জটিল। আসলে তিনি সাহিত্যধর্মী ইতিহাস

'এবং মহুয়া'– বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list- 2022, In Arts & Humanities Group sl. no. 79 page 32/106, In Indian Language sl. no. 226 page 95/106) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

# এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৪ তম বর্ষ, ১৫১ সংখ্যা, জুন, ২০২২

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-2022, In Arts & Humanities Group sl.no. 79 page 32/106, In Indian Language sl no.226 page95/106) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

# এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য,সংস্কৃতি ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৪ তম বর্ষ, ১৫১ সংখ্যা

জুন,২০২২

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক

পায়েল দাস বেরা

মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :

ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।

গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

(বিনিময় ৫০০টাকা)

২৮ .ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গ মুসলিম নারীদের ভূমিকা
প্রসঙ্গে একটি পর্যালোচনা (১৯০৫ খ্রীঃ -১৯৪২খ্রীঃ)
:: ড. সুলজ বালা........................................................১৮২
২৯ .আধুনিক সময় ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা : মোক্ষ বিষয়ে এক অধ্যয়ন
:: ড . জয়ন্ত নন্দী........................................................১৯৫
৩০ .প্রসঙ্গ সত্যাগ্রহ : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
:: ড . দেবব্রত সাহা........................................................২০৫
৩১ .শঙ্খ ঘোষের কবিতা : রাজনীতির সেকাল-একাল
:: ড . প্রতাপ ব্যাপারী........................................................২১০
৩২ .ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলার সাময়িক পত্রপত্রিকাতে
নারী স্বাস্থ্য ও নারী চেতনা: প্রসঙ্গ অন্তঃপুর পত্রিকা
:: ড . ঋতব্রত গোস্বামী........................................................২১৯
৩৩ .রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩): এক ধর্মনিষ্ঠ যুক্তিবাদী সংস্কারক
:: ড . মিঠু জানা........................................................২৩৪
৩৪ .সমনামে দূতকাব্যমালা
:: ড . শঙ্কর চ্যাটার্জী........................................................২৩৯
৩৫ .নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটোগল্পে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা : একটি নিবিড় পাঠ
:: ড. অমৃতা সাহা........................................................২৪৬
৩৬ .বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ সচেতনতা ও বাস্তুতন্ত্রের ধারণা
:: ড . অবিনাশ সেনগুপ্ত........................................................২৫৫
৩৭ .'মহেশ' গল্পে গণবেদনার চিত্র
:: ড . চৈতালী মান্ডি........................................................২৬০
৩৮ .গল্পকার নজরুল
:: ড . সুশান্তকুমার দোলই........................................................২৬৩
৩৯ .ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে জ্যোতিবা ফুলে
:: ড . তারক নাথ জাঁতুয়া........................................................২৬৮
৪০ .'নারাচ': ইতিহাসের অন্ধকারে আলোর অনুসন্ধান
:: ড . সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী........................................................২৭২
৪১ .রবীন্দ্র-নজরুল : এই সময়
:: ড . শচীন্দ্রনাথ বালা........................................................২৮০
৪২.জৈন দর্শনে আত্মার ধারণা
:: ড. নিতাই চন্দ্র দাস........................................................২৮৮
৪৩ .প্রফুল্ল রায়ের ছোটোগল্প 'মাঝি' :প্রেক্ষিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
:: সত্য দাস........................................................২৯৩

# বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ সচেতনতা ও বাস্তুতন্ত্রের ধারণা

ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত

বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে মানুষের আন্তঃসম্পর্কের আধুনিক দর্শনের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের আন্তঃনির্ভরতা ও আন্তঃসম্পর্কের মৌলিক নীতিগুলির নিখুঁত মিল রয়েছে বলে পন্ডিতরা মনে করেন। মহাবিশ্বের উৎপত্তির সময় থেকেই মানুষ এবং জীবকূল প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। কারণ জৈব উপাদানগুলির পাশাপাশি পৃথিবী, জল, মেঘ, সূর্যালোক অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য উপাদান। পরিবেশ সংরক্ষন ও তার সুরক্ষা মানুষের বেঁচে থাকার পাশাপাশি সমস্ত প্রাণীকূলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সেজন্যই আমাদের অবশ্যই বাস্তুতন্ত্রকে শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণ করতে হবে। সমস্ত জীব পরস্পর নির্ভরশীল এবং তাদের নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত। বিশ্বের অন্যান্য প্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া মানুষের টিকে থাকা অসম্ভব।[১]

বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা গৌতম বুদ্ধের সময় থেকেই দেখা যায়। বুদ্ধের সময়েই ধর্মীয় ও দার্শনিক শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই গঙ্গা নদী অববাহিকা অঞ্চল এবং তার পাশ্র্ববর্তী অঞ্চলের উর্বর ভূমিতে সভ্যতার বিস্তার ঘটে চলেছিল। আগুন এবং লোহার ব্যবহারের ফলে নতুন নতুন আবাদ অঞ্চল গড়ে ওঠে। এই সময় থেকেই প্রাণী ও বৃক্ষ জগতের ধ্বংস সাধনের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস সাধন এই সমস্যাকে অনেক বাড়িয়ে তুলেছিল। এই সময়ই বৌদ্ধ ধর্ম সম্পদকে রক্ষা এবং সংরক্ষণের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দান করে এবিষয়ে সচেতনতা প্রকাশ করে। বৌদ্ধ ধর্মের ধারনার মধ্যে যে জাগতিক সুখ-দুঃখের সম্পর্কে সচেতনতা দেখতে পাওয়া যায় তা শুধুমাত্র এর উপযোগিতা প্রকাশ করে তা নয় জীব জগৎ সম্পর্কেও নিয়ত সজাগ ভাবকে প্রকাশ করে। এবং সেজন্যই বৌদ্ধ ধর্ম এত সফলতা লাভ করেছিল।[২] বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্নিহিত মানব নৈতিকতার ধারণার মধ্যেই প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি সজাগ চিন্তা প্রকাশ পায়। অগন সুত্ত (Agganna Sutta) বিবর্তন ও ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর যাত্রাপথের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছে যে প্রাকৃতিক কার্যক্রম মানুষের আচড়ণ ও নীতির দ্বারা প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩]

আদিম সমাজের মানুষের কার্যক্রমের বিশ্লেষন করতে গিয়ে Henri Frankfort লিখেছেন- "In primitive society thought does not operate autonomously. The

ISSN 2278 - 0688
Volume - XXII

# ऋतायनी

A REFEREED RESEARCH JOURNAL OF SANSKRIT

Purulia , West Bengal
December 2022

*ISSN 2278 - 0688*
Volume -XXII
December 2022

# ऋतायनी

# RITAAYANI

**A REFEREED RESEARCH JOURNAL OF SANSKRIT**
**(U.G.C. Approved Journal No. 40947)**

***Chief Editor***
Dr. Chandrakanta Panda

***Editor***
Dr. Jagamohan Acharya

***Associate Editors***
Dr. Buddheswar Sarangi
Dr.Jogeswar Mahanta
Sushant Pradhan

Purulia , West Bengal

# CONTENTS


| Sl. No. | Subject | Author | Page |
|---|---|---|---|
| 1. | Sanskrit is a language as alive | Dr. Nagalakshmi.S | 9 |
| 2. | Dharma as a Purusharthas and his Values in Sanskrit Languages | Biplab Bagdi | 16 |
| 3. | Vedanta's 'pranavatattva' and Bhatrhari's 'sabdabrahmavada' in the light of modern language study | Dr. Pratim Bhattacharya | 23 |
| 4. | Problem of Bhakti Rasa | Sabyasachi Sarangi | 28 |
| 5. | आधुनिकसंस्कृतसाहित्यशास्त्रे अलङ्कारतत्त्वविमर्शः | श्री शङ्कर मिश्रः | 39 |
| 6. | पाणिनीयसंज्ञासूत्रविमर्शः | शम्भु मान्ना | 44 |
| 7. | शब्दब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वसमीक्षा | डॉ. मनोज कुमार मिश्र : | 52 |
| 8. | Literary Values of Sanskrit Gazzalika/Galajjalika. | Satish Chandra Das | 57 |
| 9. | श्रीमद्भागवते ब्रह्मविष्णुरूद्राणां स्वरूपम् | मौसुमी आखुली | 65 |
| 10. | Environmental perception in ancient Indian Hindu texts and tradition | Dr. Abinash Sengupta | 71 |
| 11. | Significance of the marriage rituals in Ancient India: The Vedic perspective | Soumik Piri | 81 |

# Environmental perception in ancient Indian Hindu texts and tradition

Dr. Abinash Sengupta

In ancient times people were much nearer to nature and natural resources and valued it for the benefit of all living beings and also they had somesocio-religious ways of conserving and safeguard it. Through many ancient texts, traditional practices and mythological stories, we can understand the awareness of our past people about the nature and ecosystem. Reading and understanding of these texts are much valuable to create awareness about the nature in our present society.The actual degradation of environment and ecosystem started with the advent of civilization, when forests were removed for making houses, grow crops, graze animals and settle the growing population in increasing cities and towns. As environment was one of the utmost vital factors for the emergence of civilization, correspondingly it became a key factor for its decay. **(1)**

A detailed analysis of the evolution of religion in the Indian sub-continent reveals that the religions in India are deeply connected with the nature. Ancient Indian literature speaks of a divine relationship between material and spiritual concepts. It will be discussed here how consciousness about environment and ecosystem can be found in various Hindu literatures of ancient India.Ancient Indian literatures deals with various environmental issues such as environmental protection, conservation and appropriate management. People of ancient India accepted nature as a dominant force, so they worshiped trees, mountains, animals, rivers etc. In Hindu theology, these were given special respect.**(2)** Apart from this, many Buddhist and Jain